আলো হাতে চলিয়াছে আধাঁরের যাত্রী

নন্দিনী হোসেন

'আলো হাতে চলিয়াছে আধাঁরের যাত্রী' এই শিরোনাম টিই মাথার কোষে কোষে এক ধরনের অনুরণন জাগায়। অভিজিৎ রায়ের লিখার সাথে যারা পরিচিত,তারা জানেন গতিশীল প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহারে তার অসাধারণ দক্ষতা -বিজ্ঞান বিষয়ক যে কোন লেখা,তা সে বিষয়ে নিতান্ত আনাড়ি পাঠক কে ও মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

অঙ্কুর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত অভিজিৎ রায়ের বিজ্ঞানভিত্তিক বই 'আলো হাতে চলিয়াছে আধাঁরের যাত্রী'ও তার ব্যতিক্রম নয়। লেখক তার স্বভাব জাত সরস ভাষায়,সাহিত্যের শৈলী আর বৈঠকী মেজাজ মিশিয়ে- বিজ্ঞানের গভীর বিষয়গুলো কে এতটাই সুখপাঠ্য ভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বই হোক, কিংবা স্টিফেন হকিং-এর ব্ল্যাক হোল্ রেডিয়েশনই হোক, অথবা হোক না ঈশ্বর এবং মহাবিশ্বের গভীরতম রহস্য সন্ধান -সবই একটানে পড়ে ফেলা যায় - দারুণ এক শিহরণ নিয়ে। আনাড়ি পাঠকের কাছে ও বিজ্ঞানের জটিল বিষয় গুলো কে আর জটিল মনে হয় না।

আমি বিজ্ঞানের ছাত্রী নই, মূলতঃ সাহিত্যের জগতের মানুষ। বিজ্ঞানের বই নিয়ে কোনও মন্তব্য করব তা আমার জন্য অনেকটা দুঃসাহসেরই মত। তবু এই দুঃসাহস টি করার তাগিদ বোধ করেছি কিছু কারণে। প্রথম কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে *সুস্থ বিজ্ঞান চর্চার* এবং *যুক্তিবাদী মন-মানসিকতার* অভাব এতটাই প্রকট যে নানা ধরনের শতাব্দী প্রাচীন অযৌক্তিক অন্ধ কুসংস্কার গুলো এখনও পর্যন্ত - এমন কি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও বহাল তবিয়তে জেঁকে বসে আছে! তাই এ আধাঁর দূর করার জন্য এই বইটি হতে পারে এক কার্যকরী মহৌষধ ।

বাংলাদেশে ছাত্রদের বিজ্ঞান শেখানো হয় প্রায়শই রসকষহীন ভাবে, একঘেয়ে দায়সারা গোছের করে সারা হয় ক্লাস গুলোতে। বিজ্ঞান শিক্ষার্থী এমনিতেই আমাদের দেশে কম। আর যাদের আগ্রহ আছে শেখার,তারাও নিম্ন মানের বই এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সেদিক থেকে দেখলে বাজারে বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষার যত গুলো বই আছে, অভিজিৎ রায়ের 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' তার মধ্যে আমি মনে করি অন্যতম সংযোজন। এই বই টি মাধ্যমিক/উচ্চমাধমিক স্তরে যদি বিজ্ঞানের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা যায় ,তাহলে ছাত্র ছাত্রীরা ব্যাপক ভাবে উপকৃত হবে। যারাই এই বই টি পড়বেন,তারাই আমার সাথে একমত হবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এই বইটি বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে যাক - প্রতি টি শিক্ষার্থী এই বই পড়ার সুযোগ পাক, বইমেলা চলাকালীন এ ফেব্রুয়ারী মাসে সেই প্রত্যাশা করছি।